পরবর্তী সংলাপের জন্য
সুপ্রভাত মেট্যা

পরবর্তী সংলাপ জানতে হলে
আপনাকে যা বলছিলাম
পেছনে একটা আলোর চোখ লাগিয়ে
আকাশের দিকে তাকাতে হবে।
দেখতে হবে হাওয়া, মেঘ, রোদ ঠিকঠাক খেলছে কিনা।
গাছের পাতায় বৃষ্টির রেখা আর
তোমার মন সাগরের মতো ঠিক ভালো লাগছে
কিনা তাও দেখতে হবে। এবং বয়সের কাঁটাটা তোমার
মাথার ভিতরে ঠিকঠাক কাজ করছে কিনা।

অপেক্ষা করতে হবে প্রত্যেকটি আলোর জন্য।
প্রতিটি অন্ধকারের জন্য তোমাকে
তৈরি থাকতে হবে নিশ্চয়।

অমরত্বের গান
আনন্দমোহন দাশ

ঝুঝকো মেঘে ছেয়ে আছে বিকেলের আকাশ
তীব্ দহনের পর দূর গাঁয়ের দিক থেকে
এক ঝলক শীতল বাতাস এসে নড়ে উঠলো এখানে।

এইমাত্র মাঠ থেকে বীজ পুঁতে ফিরছে
বুধন মান্ডী। মুখে তার অমরত্বের গান।
পায়ে পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে কাঁটাঝোপ, লতাগুল্ম...

সুদূর শালের জঙ্গলে ভাঙা ভাঙা ডেকে উঠছে
ম্যাকাও পাখি। হিম শাদা ডিম নিয়ে
পাথরে-পাহেড়ে উঠে যাচ্ছে পিঁপড়ের সারি।
আর সন্ধ্যাতারার চোখে চোখ রেখে গাছের তলায়
শুয়ে পড়ে বুধন. যেন বৃক্ষমাতার সন্তান...

আমাদের জীবনের রোদ-বৃষ্টি
সুনির্মল কুন্ডু

অনেকটা রোদ ছিল সে সময়...খানিকটা চোখমুখ ছুঁয়েছিল
ব্যস্ত অনেকের-
তার মধ্যে পাখি ও মানুষ ছিল সব থেকে বেশি,
কয়েকটা গরু মাঠে এদিক-ওদিক শুয়েছিল
কেননা আসেনি কেউ মাঠ থেকে ফেরাতে তাদের
তখনও, তখনও মাথায় ঘুরছে রোনাল্ডো-নেইমার-মেসি,
একটু স্বদেশমুখো হতে সেই হাবিব-চুনি বা বলরাম,

কিছুটা রোদের ঝলকানি ছিল যুবভারতীর ঘাসে
তখনও, তখন্য আমার মনেই আসেনি তোমার কী ডাকনাম
কখনোই যা লেখা থাকবে না সময়ের ইতিহাসে।

আমাদের অনেককে শ্রাবণ-আকাশ দেখে বের হতে হচ্ছে, বাইরে
বৃষ্টিজল গায়ে লাগে-লাগতেই পারে গায়ে বৃষ্টির বাতাস-
কখন-যে গেয়ে বসি তাহে নাইরে-নাইরে,
কাঁধের ঝোলায় বই দু-একটা থাকে বারোমাস।
বই ভেজে বৃষ্টিতে, বই রোদে এখন্য শুকায়,
বইয়ের পাতায় চোখ স্থির রেখে কতদিন শেষ হয়ে যায়...
কখনো বা থেকে যায় জীবনের কোনও এক স্মৃতির বিষাদ...
তা থেকে হঠাৎ করে রোদ-বৃষ্টি বাদ
দিলে বা না-দিলে গৌণ জয়-পরাজয়,
এসবের বহু ঊর্ধ্বে চিহ্নিত হয়েই থাকে নিভৃত হৃদয়।